কোরবানি কে সামনে রেখে গাংনীতে বেড়েছে খাইট্টা বিক্রি

কোরবানির মাংস কাটার জন্য অনুসঙ্গর মধ্যে অন্যতম একটির নাম খাইট্টা। কেই বলে ধারা কেউ বলে পাটী। মাংস পাইট বা চুরানোর জন্য এটি ছাড়া চলেই না। তাইতো যারা কোরবানী করবেন তারা আগে ভাগেই কিনছেন এ অনুসঙ্গটি। বেচা বিক্রিও বেড়েছে বেশ।

খাইট্টা বিক্রেতা বিল্লাল হোসেন জানান, একটা খাইট্টা অনেক দিন চলে। সব সময় এটি বিক্রি হয় না। স্থানীয় কসাইরা কিনে নেন। কিন্তু কোরবানীর ঈদ এলেই চাহিদা বেশী। কাঠ ভেদে খাইট্টার দাম ভিন্ন ভিন্ন। বাবলা কিংবা তেতুঁল কাঠের বড় খাইট্টার দাম একহাজার টাকা, মাঝারী ৭০০টাকা ও ছোট ৫০০ টাকা। গত এক সপ্তাহে তিনি ১২০ টি খাইট্টা বিক্রি করেছেন।

বামন্দি বাজারের খাইট্টা বিক্রেতা হবিবর জানান, এটা সিজিনাল ব্যবসা। যেহেতু ‘স’ মিল আছে বাড়ির পাশে সেহেতু মাঝে মধ্যে গাছের কাণ্ড কেটে এ খাইট্টা তৈরী করে রাখা হয়। অন্যসময় দু একটা বিক্রি হলেও বছরের এ সময় বিক্রি বেশী। গত ১০ দিনে দেড়শ’টি খাইট্টা বিক্রি করেছেন তিনি।

তিনি আরো জানান, যারা কোরবানী করেন তারা যদি খাইট্টা ধুয়ে মুছে যত্ন করে রাখেন তাহলে এটি আর কেনা লাগে না। একটা খাইট্টা অনেক বছর কাজে লাগানো যায়। কিন্তু ৫/৭ জন মিলে কোরবানী করায় এটার যত্ন কেউ করে না। ফলে বছর বছর খাইট্টা কিনতে হয় তাদের।

কোরবানির পশুর চামড়া সংরক্ষণে লবণ সরবরাহ নিশ্চিত করার

উদ্যোগ বিসিকের

আসন্ন ঈদুল আজহায় কোরবানির পশুর চামড়া সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ডিলার, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্ন লবণ সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)। আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে ইতিমধ্যে বিসিকের পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিকভাবে কারখানা চালু রেখে লবণ প্রক্রিয়াজাত করে ডিলার, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা পর্যায়ে সরবরাহ অব্যাহত রাখতে লবণ মিল মালিকদের দাপ্তরিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত ডিলার/পাইকারী বিক্রেতা পর্যায়ে পর্যাপ্ত লবণ মজুদ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে বিসিকের জেলা কার্যালয়গুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

বিসিক কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বিসিকের জেলা কার্যালয়গুলো সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা ও উপজেলাভিত্তিক ডিলার ও পাইকারী লবণ বিক্রেতাদের তালিকা প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত করছে। এটি প্রণয়ন সম্পন্ন হলে বিভিন্ন এতিমখানা, ইউনিয়ন পরিষদসহ কোরবানির পশুর চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে তালিকা সরবরাহ করা হবে।

এছাড়া, ঈদুল আজহাকেন্দ্রীক লবণ সরবরাহ পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক তদারকি করতে লবণ জোনগুলোতে অবস্থিত বিসিক কার্যালয়, বিসিকের আঞ্চলিক কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ে পৃথক মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ সকল কমিটি মাঠ পর্যায়ে লবণের মজুদ, চলাচল ও মূল্য সংক্রান্ত তথ্যাদি নিয়মিত সংগ্রহ ও মনিটরিং করছে।

বিসিক জানিয়েছে, বর্তমানে লবণ মাঠে ১০ লাখ ৯৩ হাজার মেট্রিক টন এবং লবণ মিলগুলোতে ১ লাখ ৮০ হাজার মেট্রিক টনসহ দেশে ভোজ্য ও শিল্প লবণের মোট মজুদের পরিমাণ ১২ লাখ ৭৩ হাজার মেট্রিক টন। এছাড়া, দেশের সকল জেলায় অবস্থিত ডিলার, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা পর্যায়ে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ মজুদ রয়েছে।

আসন্ন ঈদুল আজহার সময় দেশব্যাপী মোট লবণের চাহিদা কম-বেশি ১ লাখ মেট্রিক টন। বর্তমান মজুদ দিয়েই ঈদুল আজহাসহ আগামী ৭ থেকে ৮

মাসের লবণের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, অগামী নভেম্বর, ২০২০ হতে লবণ উৎপাদনের নতুন মওসুম শুরু হবে। ফলে এ বছর লবণের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে বলে বিসিক জানিয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ঈদে ২৫ হাজার কোটি টাকার নতুন নোট ছাড়ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক

আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে ২৫ হাজার কোটি টাকার নতুন নোট ছাড়ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্টরা জানান, বছরের সব সময়ই নতুন নোট ছাপানো হয়। তবে ঈদের আগে নতুন নোটের চাহিদা বেশি থাকায় ছাপানোর পরিমাণও বাড়াতে হয়। কোরবানি দেয়ার জন্য অনেকে পশু কিনবে। এতে করে নগদ টাকার লেনদেন বাড়বে।

বিষয়টি মাথায় রেখে নতুন নোট ছাড়া হচ্ছে। এবার নতুন মুদ্রার মধ্যে রয়েছে ১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট। কোরবানিতে পশু কেনাবেচায় বড় অঙ্কের লেনদেন বেশি হয়। তাই এবার ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বেশি ছাড়া হবে।

তবে আগের মতোই সমপরিমাণ পুরাতন নোট বাজার থেকে অপসারণ করা হবে। প্রথমে ২৫ হাজার কোটি টাকার নোট সরবরাহ করা হবে। পরে প্রয়োজন হলে আরও নতুন নোট ছাড়া হবে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম গণমাধ্যমকে বলেন, চাহিদা-সরবরাহ নীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক সারা বছর বাজারে নোট সরবরাহ করে। তবে ঈদের আগে চাহিদা বেশি থাকে বলে এসময় বেশি নতুন নোট ছাড়া হয়।

কোরবানির কারণে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে নগদ টাকার চাহিদা বেশি হবে। এটা বিবেচনায় নিয়ে এবার ২৫ হাজার কোটি টাকার নতুন নোট ছাড়ার প্রস্তুতি রাখা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, বর্তমানে প্রায় দুই লাখ ১৫ হাজার কোটি টাকার কাগজের নোট দেশে প্রচলিত আছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

কিছুক্ষণের মধ্যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্যাকসিনের ১ম ফলাফল

করোনাভাইরাসের টিকা উদ্ভাবনের জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় যে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে আজ সেই পরীক্ষার প্রথম ফলাফল প্রকাশ করার কথা রয়েছে।

অ্যাস্ট্রাজেনেকা কোম্পানির সঙ্গে যৌথভাবে এই টিকা তৈরির কাজ চলছে। ইতোমধ্যেই প্রচুর সংখ্যক মানুষের শরীরে এই ভাইরাসের পরীক্ষা চালানো হয়েছে।

গবেষকরা বলছেন, প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশের পরেই বোঝা যাবে এই টিকা কতোটা নিরাপদ এবং একইসাথে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় এটি কতোখানি কার্যকর।

চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িকী দ্য ল্যানসেটে এই গবেষণা ফলাফল প্রকাশিত হবে।

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আগামী বছরের মাঝামাঝি নাগাদ এই ভাইরাসের টিকা বাজারে চলে আসবে।

সাধারণত এধরনের টিকা তৈরিতে বহু বছর লেগে যায়। সেই বিচারে একে বড় ধরনের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

তবে এই টিকা যে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সফল হবে তার কোন গ্যারান্টি নেই।

মানবদেহে ইতোমধ্যে চার ধরনের করোনাভইরাসের সংক্রমণ ঘটেছে। এর

কোনটিরই টিকা তৈরি হয়নি।

এদিকে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ব্রিটেনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের তৈরি করোনা ভ্যাকসিন চ্যাডক্স-১এনকোভ-১৯ এর প্রথম ধাপের ফল প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। ব্রিটিশ ফার্মাসিউটিক্যালস জায়ান্ট অ্যাস্ট্রাজেনেকার সঙ্গে যৌথভাবে এই ভ্যাকসিন তৈরি করেছে অক্সফোর্ড।

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আগামী বছরের মাঝের দিকে হয়তো যেকোনও একটি কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন বিস্তৃত পরিসরে সহজলভ্য হতে পারে। সাধারণত যেকোনও ভ্যাকসিন তৈরি এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কয়েকবছর এমনকি কয়েক দশকের দরকার হয়। তবে অক্সফোর্ডের এই ভ্যাকসিন যদি সফল হয় তাহলে সেটি হবে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার।

গত ১৫ জুলাই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মুখপাত্র বলেন, ভ্যাকসিন তৈরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী দল বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িকীতে এর ফল প্রকাশের অপেক্ষা করছেন। তবে এ বিষয়ে আর কোনও বিস্তারিত তথ্য তিনি দেননি।

এর আগে অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন, তারা ভ্যাকসিনটির সফলতার ব্যাপারে ৮০ শতাংশ আশাবাদী। যদি সফল হয় তাহলে আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যেই মানুষের শরীরে ভ্যাকসিনটি প্রয়োগ শুরু করা যেতে পারে। সূত্র: বিবিসি বাংলা

চুয়াডাঙ্গায় আই,সি,ইউ এর দাবিতে মানবতা ফাউন্ডেশনের স্মারকলিপি প্রদান

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আই,সি,ইউ এর দাবিতে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে মানবতা ফাউন্ডেশন।

সোমবার (২০ জুলাই) সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন মানবতা ফাউন্ডেশনের

নেতৃবৃন্দ।

জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার প্রাপ্ত স্মারকলিপিটি তৎক্ষনাৎ প্রধানমন্ত্রী বরাবর ফ্যাক্স যোগে পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

এ সময় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মানবতা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক এ্যাডভোকেট মানি খন্দকার, সংস্থার মানবাধিকার সেলের চীফ কো-অর্ডিনেটর এ্যাডভোকেট কাইজার হোসেন জোয়ার্দ্দার শিল্পী, নির্বাহী পরিষদের সভাপতি এ্যাভোকেট নওশের আলী, ওম্যান এন্ড চাইল্ড সেলের চীফ লইয়ার এ্যাডভোকেট তানিয়া লাঞ্চ, অপারেশন অফিসার জিল্লূর রহমান ও পাবলিক রিলেশন অফিসার হাফিজ উদ্দিন হাবলু প্রমুখ।

এ ব্যাপারে মানবতা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক এ্যাডভোকেট মানি খনন্দকার বলেন, বৈশ্বিক মহামারি করোনায় ছোট্ট জেলা চুয়াডাঙ্গায় প্রতিদিনিই আতংকজনক হারে করোনাভাইরাসের রোগী শনাক্ত হচ্ছে। মারা যাচ্ছেন অনেকেই। এ জন্য জেলাবাসির পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আই,সি,ইউ এর দাবিতে মানবতা ফাউন্ডেশন প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

কৃষিখাতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে

কৃষিখাতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে বলে জানিয়েছেন মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন।

তিনি বলেন, কৃষিখাতসহ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পাশে দাঁড়ানো উচিত। তাহলেই কেবল দেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড আরও চাঙ্গা হবে। তারা দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে।

সোমবার কুষ্টিয়ার মিরপুরে কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণকালে

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, কৃষিখাতের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হলে বিনিয়োগ বাড়বে,যা দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলবে। কৃষি পণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাত কীভাবে করতে হবে সে বিষয়ে কারিগরি সহায়তা পেলে অনেক উন্নতি লাভ করবে।

বর্তমান সরকার কৃষিবান্ধব সরকার উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, মিরপুরের মধু মামুন মৌমাছি ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে তার জীবন বদলে দিয়েছে। তাই তাকে আজ কৃষি অধিদপ্তরের সহযোগিতায় সরকারিভাবে একটি পিক-আপ বিতরণের মধ্য দিয়ে আজ নতুন দিগন্তের সুচনা উন্মোচন করলো। তাই তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এই তরুণরাই কৃষিকে লাভবান কৃষিতে রুপান্তর করবে বলেও জানান তিনি।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বরে ন্যাশনাল এগ্রিকালচাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম (এনএটিপি-২) ফেজ-২ প্রজেক্ট এর আওতায় এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড ও ম্যাচিং গ্রান্ট প্রাপ্ত সিআইজি গ্রপ ও কৃষি উদ্যোগতার মাঝে এসব কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ, কৃৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ সাবিহা সুলতানা, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ।

পরে কৃষকদের হাতে এসব যন্ত্রপাতির চাবি ও কাগজপত্র তুলে দেন অতিথিরা।

উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, কৃষি উন্নয়ন সহায়তার আওতায় ভর্তুকিতে ৫ টি সিআইজি গ্রুপের সদস্যদের মাঝে রিপার, সিডার মেশিনসহ বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি সহায়তা মেশিন ও তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা মধু মামুনকে একটি পিকআপ বিতরণ করা হয়।

ঈদযাত্রায় করোনার বিস্তার রোধে একযোগে কাজ করার আহ্বান ওবায়দুল কাদেরের

ঈদযাত্রায় করোনার সংক্রমণ বিস্তার রোধে এবং জনগণকে সুরক্ষা দিতে দায়িত্বশীল সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

সোমবার বনানীস্থ বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) এর প্রধান কার্যালয়ে আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষে সড়ক-মহাসড়কে যাত্রী সাধারণের যাতায়াত নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে করতে করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত সভায় নিজ বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে তিনি এই আহ্বান জানান।

ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘এটি ধর্মীয় উৎসব হওয়ায় সামাজিক ও ধর্মীয় বাস্তবতায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিআরটিএ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও পরিবহন-সংশ্লিষ্ট সবাইকে ঈদ যাত্রায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে করোনা সংক্রমণ আশংকা রোধে কাজ করতে হবে।’

সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধি, টার্মিনাল প্রতিনিধি, বিআরটিএ, সিটি কর্পোরেশনসহ সব অংশীজনদের নিয়ে যাত্রীদের স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

ওবায়দুল কাদের বলেন, মহাসড়কে ফিটনেসবিহীন যানবাহনে কোরবানির পশু পরিবহন বন্ধ করতে হবে এবং তা উৎসমুখেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ঈদের তিন দিন আগে থেকে পণ্যবাহী ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে। তবে জরুরি সার্ভিস ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পরিবহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত থাকবে। যাত্রাপথে জ্বালানি সংগ্রহ ও জরুরি প্রয়োজন ছাড়া গাড়ি থামানো যাবে না। সড়ক ও মহাসড়কের ওপর এবং পাশে কোনোভাবেই পশুরহাট বসানো যাবে না।

বিআরটিএর মোবাইল কোর্ট সার্বক্ষণিক এসব মনিটর করবে জানিয়ে তিনি বলেন, প্রতিটি টিপ শেষে গাড়ির ভেতর ও বাইরে জীবাণুমুক্ত করতে

হবে। যেসব পরিবহন, মালিক-সমিতি সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাবে এবং জনস্বার্থ পরিপন্থী কাজ করবে, তাদের বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

এ সময়ে তিনি ঈদের আগে ও পরে সিএনজি স্টেশনসমূহ খোলা রাখতে জ্বালানি বিভাগকেও অনুরোধ জানান।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মো. নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য মশিউর রহমান রাঙ্গা, বিআরটিএর চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদার, বিআরটিসির চেয়ারম্যান মো. এসছানে এলাহি প্রমুখ।

সূত্র- যুগান্তর

রিজেন্ট হাসপাতালের অনিয়ম জেনেও চুপ ছিল মন্ত্রণালয়

রিজেন্ট হাসপাতালের অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা আর সেবার নামে ডাকাতি আরও একমাস আগেই এসব তথ্য জমা পড়েছিল মন্ত্রণালয়ে।

লিখিতভাবে এসব অভিযোগের কথা জানিয়েছিলেন সেখানে নিয়োগ পাওয়া সরকারি চিকিৎসকরা। পরে তাদের সেখান থেকে সরিয়ে নিলেও শাহেদের রিজেন্টের বিপক্ষে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি মন্ত্রণালয়। যদিও এখন এসবের দায় নিতে চান না সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

রিজেন্টে অভিযানের পরে শাহেদনামায় প্রতিদিনই যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন অধ্যায়। আর সেই সঙ্গে জমাট বাঁধছে নানা প্রশ্ন।

এই করোনাকালে রিজেন্টের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে সেখানে নিয়োগ দেয়া হয় বেশ কয়েকজন সরকারি চিকিৎসক। ১১ মে নিয়োগের দিনেই তাদের কাছে মৌখিক নির্দেশ আসে সেদিনই কর্মস্থলে যোগ দেয়ার। মধ্যরাতে খোদ শাহেদই চিকিৎসকদের ফোন দেন, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী পরিচয়ে। আর হাসপাতালে যোগদানের পরের অভিজ্ঞতা আরো ভয়াবহ।

জাতীয় হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. শরিফুল ইসলাম বলেন, উনি আমাকে প্রথমেই পরিচয় দেন প্রধানমন্ত্রীর সিনিয়র সচিব হিসেবে। ডাক্তারদের সুরক্ষার ব্যাপারে, করোনা রোগীদের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার ব্যাপারে, কোনো কিছুতেই আমি অভ্যস্ত ছিলাম না। পরে জানতে পারলাম যে, এখানে এক্সরে মেশিন নাই, প্যাথলজিস্ট নাই; প্যাথলজির কোনো কাজকর্ম চলে না।

এরই মধ্যে শাহেদের বিশেষ চাহিদা মেটাতে আইসিউইতে তাৎক্ষণিক যোগদানের আদেশ পান এনেস্থেশিয়ার এক জুনিয়র কনসালটেন্ট। যদিও কাজ করতে গিয়ে দেখেন নামেই আইসিইউ। বাস্তবে সেখানে এমন সেবা দেয়ার ন্যূনতম সুবিধা ছিল না। ১৫ মে মন্ত্রণালয়ে লিখিত অভিযোগ করেন তিনি। তিন দিনের মধ্যে রিজেন্ট থেকে তুলে নেয়া হয় সরকারি সব চিকিৎসককে।

মুগদা জেনারেল হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট ডা. শরীফ সামিরুল আলম বলেন, আমি অ্যাপলিকেশন্স লিখেছি ওখানে দেখবেন যে, কোনো ডাক্তার ছিল না, কোনো নার্স ছিল না। সব মিলিয়ে আইসিইউ’র মতো সেটআপটা ওইখানে ছিল না।

এবার সমীকরণটা মেলানো যাক। যদি এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসকদের রিজেন্টে নিয়োগের আদেশ তুলে নেয়া হয়। তবে চিঠিতে লেখা হাসপাতালের অনিয়মের বিষয়ে কেন ব্যবস্থা নেয়নি মন্ত্রণালয়। সে সময় দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন দায় এড়ানোর কথা।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) সিরাজুল ইসলামকে ফোন করে সময় সংবাদের পরিচয় দেয়ার পর তিনি বলেন, আমি এখন কথা বলবো না।

মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব হাবিবুর রহমান বলেন, তখন আমি প্রশ্ন তুললাম, বেসরকারি হাসপাতালে আমরা সরকারি ডাক্তার কেন দেবো? তখন আমাকে বলা হলো যে, ওইখানে তো ৩৯তম বিসিএস থেকেও কতজন ডাক্তারকে যেন পদায়ন করা হয়েছে।

সেখানে যে একটা ঝামেলা হচ্ছে সেটা তো আপনারা বুঝতে পারছিলেন, এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, না, ওটা আমি তখন বুঝতে পারিনি।

এদিকে এ নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আর অধিদপ্তরের হাসপাতাল শাখার পরিচালক। তিনি রাজি হননি কথা বলতেও।

ছাত্রলীগ নেতা অস্ত্রসহ গ্রেফতার

ফেনীর সোনাগাজীতে ছাত্রলীগ কর্মী শামীম হত্যা মামলায় ছাত্রলীগ নেতা সাঈদ আনোয়ার প্রকাশ আনোয়ার হোসেনকে (২৮) অস্ত্রসহ গ্রেফতার করেছে র্যাব।

র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সোনাগাজীর জিরো পয়েন্ট সংলগ্ন আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে থেকে সোমবার তাকে গ্রেফতার করা হয়।

এসময় তার কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগজিন ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। তার বিরুদ্ধে গত বছর ঈদুল আযহার রাতে আমিরাবাদ ইউনিয়ন ছাত্রলীগ কর্মী মো. শামীমকে হত্যা, পুলিশের ওপর হামলা, ছিনতাইসহ বিভিন্ন সময় এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সশস্ত্র সংঘর্ষের বিভিন্ন অভিযোগ আছে। আনোয়ার আমিরাবাদ ইউনিয়নের তিন বাড়িয়া গ্রামের মো. হানিফের ছেলে।

হুমায়ুন আহমেদ স্মরনে মেহেরপুরে অরনির “হুমায়ুন কথন”

জনপ্রিয় কথাশিল্পী ও চলচ্চিত্রকার হুমায়ূন আহমেদের অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী আজ। এ দিনটি ঘিরে হুমায়ন আহমেদ স্মরনে মেহেরপুর অরনির থিয়েটারের উদ্যোগে “হুমায়ুন কথন” এর আয়োজন করা হয়েছে। রবিবার সন্ধায় জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

হুমায়ূন আহমেদ স্মরনে অরনির আয়োজনের মধ্যে ছিল, গান, উপন্যাস পাঠ, কবিতা ইত্যাদি। গান ও উপন্যাস পরিবেশন করেন খাদিজা জান্নাত পরী, সামারুল ইসলাম, খোকন।

বাদ্যযন্ত্রে ছিলেন, তব্লাই রুবেল হোসেন, আব্দুস সামাদ এবং জুড়ীতে আলাউদ্দিন, বাঁশিতে মাহাবুব, দো-তারাই আব্দুল্লাহ।

উপস্থাপনায় ছিলেন অরনি থিয়েটারের সভাপতি নিশান সাবের। সার্বিক ব্যবস্থাপনা ছিলেন আতিক স্বপন।